Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VII Issue :II,15th May , 2018 জ্যৈষ্ঠ,১৪২৫,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জন্ম - ২৫শে বৈশাখ,১২৬৮
মৃত্যু - ২২শে শ্রাবণ,১৩৪৮

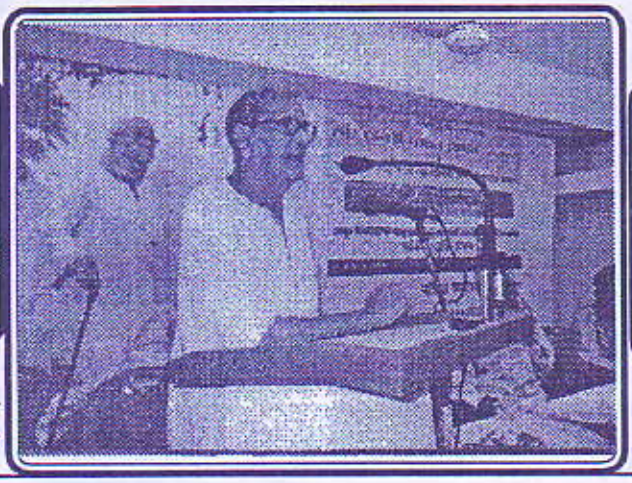

১লা মে আর্ন্তজাতিক শ্রমিক দিবসে সমস্ত মেহনতী মানুষকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

১৩ই মার্চ সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শ্রী পরিতোষ বিশ্বাস

পারস্যে জন্মদিনে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইরান, তোমার যত বুলবুল
তোমার কাননে যত আছে ফুল

বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহারে অভিনন্দনবাণী।

ইরান, তোমার বীর সন্তান,
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান

আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে

সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরাণু এ মোর শ্লোক

ইরানের জয় হোক।

(তেহেরান)
২৫শে বৈশাখ ১৩৩৯

প্রণমী তোমারে নাথ

শ্রী রমাপ্রসন্ন দত্ত

রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বপ্নে জাগরণে, মননে, আচরণে, চিন্তনে, দর্শনে বিরাজিত। বিশ্ব সভার মহান কবি বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ কবি, এমন হাজারো বিশেষণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মহান না করেই আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সবকিছুতেই মিশে আছেন তাঁর অপার সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে। আমাদের আবেগে, বোধে, সংবেদে, চেতনায়, ভালবাসায়, বিপন্নতায়, উৎসাহ-উদ্দীপনায় চরমতম বিপর্যয়ে কিংবা অসহায় মুর্হুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর মননে আশ্রয়ের পরশ ঝুলিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান আমাদের বার বার অন্ধকার থেকে আলোর পথে, ধ্বংস থেকে নির্মাণের পথে পা ফেলার নির্দেশনা দেয়।

উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেও তাই রবীন্দ্রনাথ আজ একুশ শতকে এসে যেন আরও অধিক মহিমায় বাঙালির চেতনায় ঠাঁই করে নিচ্ছেন। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে প্রত্যেকটি বাঙালির সঙ্গে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এই থাকা জন্ম কিংবা মৃত্যুদিন দিয়ে নয়। প্রত্যেক বাঙালিকে তার হতাশায় বা সফলতায় গাইতেই হয় রবীন্দ্রনাথের গান। সংগ্রাম আর আনন্দে বাঙালী বার বার ফিরে যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ শুধুই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন মানেই বাঙালির আত্মপরিচয়ে প্রত্যয়োদ্দীপ্ত হওয়া, আগামীর পথে চলার পাথেয় অর্জন করা।

'আজি হতে সার্ধ-শতবর্ষ' আগে যে মহান ব্যক্তিত্ব নিজের জন্মদিন তার মৃত্যুদিনকে একাসনে বসিয়ে বলতে পেরেছিলেন -

"আজ মম জন্মদিন
সদাই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুবদিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে"

মে দিবস

অশোক রঞ্জন ধর

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শ্রমিকশ্রেণী দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘন্টার দাবিতে অবিরাম আন্দোলন শুরু করেন। তাদের দৈনিক ১০ থেকে ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত জঘন্য পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হত। অকাল মৃত্যু এবং কর্মক্ষেত্রে মারাত্মক দুর্ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। ১৮৬০ সাল থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৮০তে সংঘটিত শ্রমিক শ্রেণী দৈনিক ৮ ঘন্টার কাজের দাবি ঘোষণা করেন।

চিকাগো শহরে ১৮৮৪তে ফেডারেশন অফ অরগানাইজড ট্রেডস এ্যান্ড লেবার ইউনিয়নস (FOLTU) এর জাতীয় কনভেনশনে ১৮৮৬ সালের - ১লা মে থেকে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের বৈধ সময় বলে ঘোষণা করে। পরবর্তী বৎসরেও FOLTU এবং অন্যান্য শ্রমিক গোষ্ঠী এই ঘোষণাকে সমর্থন করেন। ঐদিন ধর্মঘট ও সমাবেশ সংগঠনের কথাও ঘোষণা করে।

১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার চিকাগো শহরে জমায়েত হয় প্রায় ১ লক্ষ আন্দোলনরত শ্রমিক, সমাবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু ২ দিন পর অর্থাৎ ৩রা মে পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘাত ঘটে এতে ২ জন শ্রমিক নিহত হন এবং আহত হন অনেকে। পরদিন ৪ঠা মে মারকেট স্কোয়ারে শ্রমিকরা জমায়েত হয় এই বিষয়ে আলোচনার জন্য। সমাবেশের শেষ দিকে আগুয়ান পুলিশ বাহিনীর দিকে কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বোমা ছোঁড়ে। পুঁজিবাদী মালিক ও রাষ্ট্রশক্তি ঝাপিয়ে পড়ে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন দমন করতে। নিহত হন ৭/৮ জন শ্রমিক এবং আহত হন প্রায় ৪০ জন। পুলিশ নিহত হন ১জন তৎক্ষণাৎ এবং ৭ জন পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ পরে। পরে প্রমাণিত হয় যে ৭ জন পুলিশ তাদের নিজেদের এলোপাথাড়ি গুলি চালানোয় আহত হয়ে মারা যান। আক্রান্ত শ্রমিকদেরই আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করে ফাঁসি দেওয়া হয় শ্রমিক নেতা এঙ্গেলস, ফিশার, স্পাইস ও পার্সনকে। লুইস লিংগ প্রতিবাদে আত্মহত্যা করেন। বাকী তিন নেতা ফিল্ডেন, নীবি ও স্কোয়ার ছয় বৎসর পর মুক্তি পান।

ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিশ্বজুড়ে শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৯০ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে মে দিবস পালিত হয়ে আসছে। ভারতে ১৯২৩ সালে হিন্দুস্থান লেবার কিষাণ পার্টির উদ্যোগে প্রথম মে দিবস পালিত হয় মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) এবং লাল পতাকা ব্যবহৃত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দলের নেতা সিংগারাভেলু চেত্তিয়ার।

২৪শে মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হরিদাস মালাকারের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের বিবরণ।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হরিদাস মালাকারের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। সভার শুরুতেই বিমল চ্যাটার্জী ও হরিদাস মালাকারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সভাপতি ও অন্যান্য উপস্থিত সদস্যগন। শ্রী গৌতম চ্যাটার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। তারপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন শ্রমিকদের দাবী দাওয়া নিয়ে আপোসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায় করার লক্ষ্যে বিমল চ্যাটার্জী ও হরিদাস মালাকারের নেতৃত্বে জয় ইউনিয়ন নজির সৃষ্টি করেছে। তারা সারা জীবন শ্রমিকদের কথা ভেবেছেন। জয়ার শ্রমিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল আজকের বেথুন ইন্সটিটিউট। সারা দেশজুড়ে যখন শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য কেন্দ্রের শাসকদল কংগ্রেস উঠেপড়ে লেগেছিল তার বিরুদ্ধে জয়ার শ্রমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন কোন আন্দোলনতো দূরের কথা, শ্রমিকরা তাদের আইন-সংগত প্রতিবাদের অধিকারও হারাতে বসেছিল। সারাদেশে যখন আন্দোলন বন্ধ, লড়াই বন্ধ তখন যে সংগ্রাম জয়ার শ্রমিকরা করেছে তা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। এই আন্দোলন দমন করার জন্য কেন্দ্র বাইরে থেকে আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে আসে। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে জয়ার ৭ হাজার শ্রমিক ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ থেকে লাগাতার ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। এটা ট্রেড-ইউনিয়নের আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা। আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ, গুন্ডাবাহিনী ইত্যাদি নানা দমন-পীড়ন মূলক ব্যবস্থা মালিকের পক্ষ থেকে করা হয়। এসমস্ত উপেক্ষা করেই অঞ্চলের উদ্বাস্তু আন্দোলন সহ সব অংশের গণতান্ত্রিক মানুষেরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মঘটের পক্ষে দাঁড়ান। গড়ে ওঠে প্রশান্ত শূরের নেতৃত্বে জয়া সংগ্রাম সহায়ক কমিটি। শুধু শহর অঞ্চলেই নয় গ্রাম অঞ্চলেও কৃষক সভা, মহিলা সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠন একে একে প্রত্যেকেই এই সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

এই ধর্মঘট এর সমর্থনে ১ দিনের বাংলা বন্ধ আহুত হয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সর্বপ্রথম ১ দিনের ধর্মঘট পালন করা হয়। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যা এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিমল চ্যাটার্জী ও হরিদাস মালাকার। তাদের এই প্রচেষ্টাকে তুলে ধরার জন্য আজকের এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য বলেন আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় "পরিবেশ ও অর্থনীতি" বক্তা অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অধ্যাপক ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন সভাপতি শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক, কারখানা ও বেথুন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বলেন আমরা বক্তব্য ভিন্ন ধরনের হবে। পরিবেশ ও অর্থনীতির ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য কি করা এবং কিভাবে চলা প্রয়োজন তা তিনি বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে সাবলীলভাবে বর্ণনা করেন। যেমন মানব উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে পরিবেশের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা তিনি উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেন। যেমন কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। কিন্তু কয়লা পুড়লে যে কার্বন-মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় তা কোথায় যাবে! প্রকৃতি এসব শোষণ করে, কিন্তু তা বেশী পরিমাণে তৈরী হলে তা শোষণ করার ক্ষমতাও প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সুস্থ-সুন্দর জীবন যাপনের জন্য

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন পরিবেশ নষ্ট হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে গরীব ও সাধারণ মানুষ। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ভোগের উৎপাদন বাড়ানো হলে তার বর্জ্যদ্রব্য সংরক্ষনের ব্যবস্থাও করতে হবে। তা না হলে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

সবশেষে শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিমল চ্যাটার্জী এবং হরিদাস মালাকারের কাজকর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁরা যেভাবে শ্রমিক-কর্মচারী সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে গেছেন তা কখনও ভোলা যাবে না। বর্তমান পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেন। বর্তমানে মানুষ এক দুর্বিসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে। এর থেকে পরিত্রাণের রাস্তা আমাদেরই খুঁজে বেড় করতে হবে। তারপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সম্পাদকীয়

প্রাকৃতিক নিয়মে ঋতুচক্রের আবর্তনে গ্রীষ্মকালের দাবদাহ সহ্য করতেই হবে। সেজন্য সুস্থ থাকতে সাধারণ নিয়মগুলি মেনে চলতেই হবে। তবু অসুস্থ হলে আমাদের চিকিৎসাকেন্দ্রের শরণ নিতে ভুলবেন না।

বর্তমানে আমরা এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে চলছি। আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। শিশুকন্যাসহ নারীদের প্রতি যৌন হেনস্থার রক্ত-হিম করা সংবাদ প্রতিনিয়ত আমরা পাচ্ছি। এমনকি বিদ্যালয়ে যেখানে শিশুকন্যাটিকে পাঠিয়ে আমরা পরম নিশ্চিন্তে থাকি সেখানেও তাদের প্রতি যৌন হেনস্থার খবর পাচ্ছি। এই সামাজিক ব্যাধি শুধুমাত্র কঠোর আইন / শাস্তির দ্বারা দুর করা সম্ভব কি?

মানবিক মূল্যবোধের পতন এবং অতিমুনাফার লোভে মানুষের নজর যে ভাগাড়ের মাংসে পড়বে তা হয়ত স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি। রাজ্য জুড়ে ভাগাড়ের কুকুর-বেড়ালের মতো মৃত পশুর মাংস বা পচা-গলা পশুর মাংস ঠান্ডা ঘরে রেখে হোটেল-রেঁস্তোরায় সরবরাহের খবরে আইনি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। তবে বন্ধুগণ, নিজেকে ও পরিবার- পরিজনদের বাঁচাতে বেশ ভেবে-চিন্তে মাংসাদি খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করবেন।

২০১৮-১৯ সালের সদস্যপদ নবীকরণ করে নেবেন। আসুন সবাই মিলে আনন্দে থাকি।

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

১লা এপ্রিল থেকে ২০১৮-১৯ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। সদস্য পদ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিয়ে অনতিবিলম্বে নবীকরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

২৬মে, ২০১৮ (শনিবার) নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। স্থান - 'হরিদাস মালাকার ভবন' ৬৯ সুবোধ পার্ক, রায়নগর, বাশদ্রোনী, কলকাতা - ৭০০ ০৭০, সময় বিকাল - ৫.৩০ মিনিট।

-ঃ শোক সংবাদ ঃ-

গত মে দিবসে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্, সাহিত্যিক এবং আজীবন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী অশোক মিত্র প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী, প্রয়াত মিত্র, প্রথম দিন থেকেই আমাদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। ২০০৭ সালে মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা তাঁকে সম্মানিত করেছিলাম। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (সদস্য) গত ০৬.০৪.২০১৮ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in